Bismillahir Rahmanir Rahim

ABU DAUD SARIF (2nd volume)

Bangla Translation

Scanned by : www.Banglainternet.com

Part : Salat (Para 5)

كِتَابُ الصَّلٰوةِ (بَقِيه)

নামায (অবশিষ্ট)

www.banglainternet.com

١٥٦- بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদায় হাঁটুর উপর হাত রাখা

٨٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ عَنْ مُّصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هٰذَا فَاِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاُمِرْنَا اَنْ نَّضَعَ اَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ -

৮৬৭। হাফ্ছ ইব্ন উমার (র) ..... মুসআব ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার পিতার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করাকালে আমার হস্তদ্বয় দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখি। এতদ্দর্শনে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি পুনরায় এরূপ করায় তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি আর এরূপ করো না, কেননা এক সময় আমরাও এরূপ করতাম ; কিন্তু আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

www.banglainternet.com

৮৬৮। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ---- আলকামা ও আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন রুকূ করবে, তখন সে যেন তার হস্তদ্বয় রানের উপর সম্প্রসারিত করে রাখে এবং হাতের আংগুলগুলো যেন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর আংগুলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে দেখেছি ---- (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٧- بَابُ مَايَقُوْلُ الرَّجُلُ فِيْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী রুকূ ও সিজদায় যা বলবে

٨٦٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ -

৮৬৯। আর-রবী ইবন নাফে আবু তাওবা (র) ------ উকবা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরআনের আয়াত "ফাসাব্বিহ বিস্‌মে রব্বিকাল আযীম" অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এটা রুকূতে পড়বে। অতঃপর কুরআনের অন্য আয়াত সাব্বিহিসমা "রব্বিকাল আলা" অবতীর্ণ হলে তিনি বলেন, এটা তোমরা সিজদায় পড়বে (ইবন মাজা)।[১]

٨٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اللَّيْثُ يَعْنِىْ اَبْنَ سَعْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى اَوْمُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ ثَلٰثًا وَ اِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى وَ بِحَمْدِهٖ ثَلَاثًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ اَنْ لاَّ تَكُوْنَ مَحْفُوْظَةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِنْفَرَدَ اَهْلُ مِصْرَ بِاِسْنَادِ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثُ الرَّبِيْعِ وَ حَدِيْثُ اَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ -

৮৭০। আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ------ উকবা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত ......

১. অর্থাৎ আল-কুরআনের ঐ নির্দেশ অনুসারে রুকূ-র তাসবীহ "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম", আর সিজদার তাসবীহ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" পড়ার আদেশ দেয়া হয়। — (সম্পা.)

পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকূ করতেন, তখন "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম ওয়া বিহামদিহি" তিনবার বলতেন। তিনি যখন সিজ্‌দা করতেন তখন "সুবহানা রব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি" তিনবার পাঠ করতেন (ইব্‌ন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ "বিহামদিহি" শব্দটির ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে।

٨٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ اَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا مَرَرْتُ بِاٰيَةٍ تُخَوِّفُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَ مَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَاَلَ وَلَابِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ ـ

৮৭১। হাফস্ ইব্‌ন উমার (র) ... ... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন। তিনি রুকূর মধ্যে "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম" এবং সিজ্‌দাতে "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" পড়তেন এবং কুরআন পাঠের সময় তিনি যখন কোন রহমতের আয়াতে পৌছতেন, তখন তথায় থেমে রহমতের জন্য দু'আ করতেন এবং যখন তিনি কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন, তখন তথায় থেমে আযাব হতে মুক্তি কামনা করতেন (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ وَرُكُوْعِهٖ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

৮৭২। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দায় ও রুকূতে "সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতে ওয়াররূহ্" পাঠ করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ لاَيَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِىْ سُجُوْدِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِاٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُوْرَةً سُوْرَةً ـ

৮৭৩। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ..... আওফ ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে দণ্ডায়মান হই। তিনি সূরা বাকারা পাঠকালে যখন রহমতের আয়াতে পৌছতেন, তখন তিনি (স) তথায় থেমে রহমত কামনা করতেন এবং যখন কোন আযাবের আয়াত আসত, তখন তিনি তথায় থেমে আযাব হতে মাগ্‌ফিরাত কামনা করতেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানে তিনি "সুব্‌হানা যিল্ জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিব্‌রিয়াই ওয়াল আযমাতি" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় সিজদাতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেও উপরোক্ত দু'আ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে সূরা আল ইম্‌রান পাঠ করেন, পরে এক একটি সূরা পাঠ করেন ..... (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ مَوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا ذُو الْمَلَكُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَ كَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَ اٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الْاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ ـ

৮৭৪। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামায পড়তে দেখেন। এ সময় তিনি (স) তিনবার আল্লাহু আকবার বলে — "যুল-মালকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিব্‌রিয়াই ওয়াল আযমাতি" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন এবং তাঁর রুকূর সময় কিয়ামের সমপরিমাণ ছিল। তিনি রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম, সুব্‌হানা রব্বিয়াল আযীম" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি রুকূ হতে মস্তক উত্তোলন করেন এবং এ দণ্ডায়মানের সময়টি প্রায় রুকূর সমান ছিল। তিনি এ সময় "লি-রব্বিয়াল হাম্‌দ" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সিজ্‌দায় গমন করেন, যার পরিমাণ কিয়ামের অনুরূপ ছিল এবং তিনি সিজ্‌দাতে "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" পাঠ করেন। পরে তিনি সিজ্‌দা হতে মাথা তুলে বসেন এবং তাঁর দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময়টুকু সিজ্‌দার সময়ের সমপরিমাণ ছিল এবং এস্থানে তিনি "রব্বিগ্‌ফিরলী" পাঠ করেন। এভাবে তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেন এবং এই নামাযে তিনি সূরা আল্ বাকারা, আল্ ইম্‌রান, সূরা নিসা এবং সূরা মাইদা বা সূরা আনআম পাঠ করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

١٥٨- بَابُ الدُّعَاءِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে দু'আ পাঠ সম্পর্কে

٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا اَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَا عَمْرُو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ -

৮৭৫। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সিজ্‌দাকালীন সময়ে বান্দা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা এ সময় অধিক দু'আ পাঠ করবে- (মুসলিম, নাসাঈ) ।

٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ

السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْتُرٰى لَهُ وَ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيْهِ وَ اَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ ـ

৮৭৬। মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা (ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্তে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজরার পর্দা উঠিয়ে দেখতে পান যে, লোকেরা হযরত আবু বাকর (রা)–র পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে লোকগণ ! এখন হতে নবুয়াতের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, কিন্তু মুসলমানদের সত্যস্বপ্ন যা তারা দেখবে (তাও নবুয়াতের অংশ বিশেষ)। তিনি আরো বলেন ঃ রুকূ ও সিজদাকালীন সময়ে আমাকে কিরাত পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে (কেননা রুকূ'র উদ্দেশ্য হল রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা)। অতএব তোমরা রুকূতে রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদাতে অধিক দু'আ করার চেষ্টা কর। তোমাদের এই দু'আ কবুল হবে -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, আহ্মাদ)।১

٨٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهِ وَ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ ـ

৮৭৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজদাতে এই দুআটি অধিক পাঠ করতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্দিকা আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী" এবং কুরআনের আয়াতের এই অর্থ করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

---

১. নবী করীম (স) ছিলেন সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূলের আগমন হবে না। তাঁর দ্বারা দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য মু'মিন মুসলমানদের সত্য স্বপ্নকে তিনি নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ স্বপ্ন শরীআতের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। — (অনুবাদক)

٨٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا وَهْبٌ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى ابْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ زَادَ ابْنُ السَّرْحِ عَلَانِيَتَهُ وَ سِرَّهُ -

৮৭৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যান্‌বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জাল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।" ইব্‌নুস সারহ তাঁর বর্ণনায় "আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু" অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন ..... (মুসলিম)।

٨٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -

৮৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে তাঁর সন্ধানে মসজিদে গমন করি। আমি তাঁকে সেখানে সিজ্‌দারত অবস্থায় দেখতে পাই, তখন তাঁর পদদ্বয়ের পাতা খাড়া ছিল। এ সময় তিনি এরূপ বলছিলেন ঃ "আউযু বেরিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া আউযু বেমাআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা আহ্‌সা ছানা' আলায়কা আন্‌তা কামা আছ্‌নায়তা আলা নাফ্‌সিকা ..... (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٩- بَابُ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে দু'আ করা সম্পর্কে

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَابَقِيَّةُ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ

عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِىْ صَلاَتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَّا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَ وَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ

৮৮০। আমর ইব্ন উছমান (র) ..... উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ আযাবিল কাব্‌রে ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাছামে ওয়াল মাগ্‌রাম।" তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, মাগ্‌রাম বা কর্জ হতে অধিকভাবে পরিত্রাণ চাওয়ার কারণ কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বলতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ওয়াদাও খেলাফ করে।

٨٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ ـ

৮৮১। মুসাদ্দাদ (র) ..... আব্দুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নফল নামাযে রত ছিলাম। এসময় আমি তাঁকে "আউযু বিল্লাহে মিনান্নার ওয়া ওয়াইলুন্ লে-আহ্‌লিন্নার" বলতে শুনেছি ..... (ইব্ন মাজা)।

٨٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَ قُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ

اِرْحَمْنِىْ وَ مُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ قَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ

৮৮২। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ..... আবু সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একত্রে নামায আদায় করি। এ সময় এক বেদুইন আরব বলে ঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আমার উপর রহমত বর্ষণ কর এবং আমাদের ব্যতীত অন্যদের উপর রহমত কর না। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুইন ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি অবশ্যই প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করেছ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যাপক - - (বুখারী, নাসাঈ)।

٨٨٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خُوْلِفَ وَكِيْعٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ رَكِيْعٌ وَّ شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا ـ

৮৮৩। যুহায়র ইব্ন হারব্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সূরা "সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আলা" পড়তেন, তখন তিনি "সুব্হানা রব্বিয়াল আলা" পাঠ করতেন।

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّىْ فَوْقَ بَيْتِهِ وَ كَانَ اِذَا قَرَأَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلٰى فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ يُعْجِبُنِىْ فِى الْفَرِيْضَةِ اَنْ يَّدْعُوَ بِمَا فِى الْقُرْاٰنِ ـ

৮৮৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ..... মূসা ইব্ন আবু আয়েশা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ছাদের উপর নামায আদায় করতেন। সে ব্যক্তি যখন কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ "তিনি (আল্লাহ) কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন ?" — জবাবে বলতেন, "সমস্ত পবিত্রতা তোমারই (আল্লাহ্‌র) জন্য, অবশ্যই তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।" তাকে এসম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এরূপ শ্রবণ করেছি। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ ইমাম আহ্‌মাদ বলেছেন যে, ফরয নামাযের দু'আর মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ করা আমি উত্তম মনে করি।

١٦٠- بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদায় অবস্থানের পরিমাণ

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا سَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَمِّهِ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثًا ـ

৮৮৫। মুসাদ্দাদ (র) ..... সাদী (র) থেকে তাঁর পিতা অথবা তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামায পাঠরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে "সুবহানাল্লাহ ওয়া বেহামদিহি" তিনবার পাঠ করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করতেন।

٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّهَاوِيُّ نَا اَبُوْ عَامِرٍ وَّ اَبُوْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ذٰلِكَ اَدْنَاهُ فَاِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللّٰهِ ـ

৮৮৬। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে, তখন সে যেন সেখানে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" তিনবার পাঠ করে এবং এটাই সর্বনিম্ন পরিমাণ, এবং যখন সিজ্‌দা করবে, তখন সেখানে "সুবহানা রব্বিয়াল

আলা" কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবে ..... (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

আবূ দাউদ (র) বলেন, এটা আওন (র)-এর মুরসাল হাদীছ। কারণ তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اٰخِرِهَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَ اَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ مَنْ قَرَأَ لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى فَلْيَقُلْ بَلٰى وَ مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلٰتِ فَبَلَغَ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ ذَهَبْتُ اُعِيْدُ عَلَى الرَّجُلِ الْاَعْرَابِيِّ وَ اَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَتَظُنُّ اَنِّيْ لَمْ اَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّيْنَ حَجَّةً مَّا مِنْهَا حَجَّةٌ اِلاَّ وَ اَنَا اَعْرِفُ الْبَعِيْرَ الَّذِيْ حَجَجْتُ عَلَيْهِ ـ

৮৮৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ "সূরা তীন ওয়াযযায়তূন" -এর "আলাইসাল্লাহু বি-আহ্‌কামিল্‌ হাকেমীন" বলবে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে,"বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন;" অর্থাৎ অবশ্যই আমি এর সাক্ষী। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি "সূরা লা উকসিমু বি-ইয়াওমিল্‌ কিয়ামাতির" শেষ আয়াত "আলায়সা যালিকা বি-কাদিরীন আলা আয়-যুহ্‌ইয়াল মাওতা" পাঠ করবে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে ঃ বালা, অর্থাৎ অবশ্যই ক্ষমতাশালী। আর যে ব্যক্তি "সূরা মুরসালাত" পাঠ করার সময় "ফাবি-আইয়ে হাদীছিন বা'দাহু য়ুউমিনূন" তেলাওয়াত করে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে ঃ "আমান্না বিল্লাহে", অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। রাবী ইসমাঈল বলেন ঃ অতঃপর আমি বর্ণনাকারী বেদুইন আরবকে দেখার জন্য রওয়ানা হই এ উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তার (আমার নিকট বর্ণনাকারীর) বর্ণনা সঠিক নয়। এ সময় রাবী আমাকে বলেন ঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি কি মনে করছ যে, আমি হাদীছ ভুলে গিয়েছি ? অথচ আমি এ জীবনে সর্বমোট ষাটবার হজ্জ আদায় করেছি এবং প্রত্যেক হজ্জের মওসুমে আমি কি ধরনের উটের উপর সফর করেছি, তা এখনও আমার স্মরণ আছে - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ ابْنُ رَافِعٍ قَالاَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ وَّهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَحَزَرْنَا فِىْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَّ فِىْ سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَانُوْسٌ اَوْ مَابُوْسٌ فَقَالَ اَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُوْلُ مَابُوْسٌ وَ اَمَّا حِفْظِىْ فَمَانُوْسٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ اَحْمَدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ

৮৮৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর এই যুবক হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আযীয ব্যতীত আর কারও পেছনে নবী করীম (স)-এর নামাযের অনুরূপ নামায পড়িনি। তিনি বলেন ঃ আমরা তাঁর রুকূ ও সিজ্দার মধ্যে দশ-দশবার করে রুকূ ও সিজ্দার তাস্বীহ পাঠের হিসাব করেছি ..... (নাসাঈ)।

١٦١. بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْاِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ইমামকে সিজদারত পেলে তখন সে কি করবে ?

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ ـ

৮৮৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা যখন নামাযে এসে আমাদের সিজদারত অবস্থায় পাবে, তখন তোমরা সিজ্দায় শামিল হয়ে

যাবে। তবে উক্ত সিজদা নামাযের রাকাত হিসাবে গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকূ পেয়েছে, সে নামাযও পেয়েছে (অর্থাৎ ঐ রাকাত প্রাপ্ত হয়েছে)।

١٦٢. بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُوْدِ

১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার অংগ-প্রত্যংগ

٨٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ قَالَ حَمَّادٌ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَّلاَ ثَوْبًا ـ

৮৯০। মুসাদ্দাদ (র) ‐ ‐ ‐ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হাম্মাদের বর্ণনায় আছে — তোমাদের নবী (স)-কে সাতটি অংগ দ্বারা সিজদা করতে বলা হয়েছে। তিনি নামাযের অবস্থায় চুল ও কাপড় বাঁধতে নিষেধ করেছেন – – (তিরমিযী)।

٨٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ وَرُبَمَا قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَّسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ ـ

৮৯১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ‐‐‐‐ ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা তিনি কখনও বলেছেন ঃ তোমাদের নবীকে সাতটি অংগ-প্রত্যংগের দ্বারা সিজদা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ‐‐‐‐ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٨٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا بَكْرٌ يَّعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَّجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ ـ

৮৯২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে, তখন তার সাথে তার শরীরের সাতটি অংগ-প্রত্যংগ ও সিজ্‌দা করে। যেমন — তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পা .... (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, আহ্‌মাদ) ।

٨٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَاِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا ـ

৮৯৩। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। এই হাদীছের বর্ণনা ক্রম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি বলেন ঃ বান্দার দুই হাত মুখমণ্ডলের ন্যায় সিজ্‌দা করে। যখন তোমাদের কেউ কপাল দ্বারা সিজ্‌দা করে, তখন অবশ্যই সে যেন তার দুটি হাতের তালুও যমীনে রাখে এবং যখন সে কপাল উঠাবে, তখন হাতও উঠাবে ..... (নাসাঈ)।

١٦٣. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ নাক ও কপালের সাহায্যে সিজ্‌দা করা

٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَعَلٰى اَرْنَبَتِهِ اَثَرُ طِيْنٍ مِّنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ ـ

৮৯৪। ইবনুল মুছান্না (র) ..... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে নামায আদায় করার পর তাঁর কপাল ও নাকের উপর মাটির দাগ পরিলক্ষিত হয় ..... (বুখারী, মুসলিম)।

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ نَحْوَهُ ـ

৮৯৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আব্দুর রায্‌যাক হতে, তিনি মা'মার হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٤. بَابُ صِفَةِ السُّجُوْدِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দা করার নিয়ম

٨٩٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ ـ

৮৯৬। আর-রাবী ইব্‌ন নাফে (র) - - - আবু ইস্‌হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) আমাদের নিকট সিজ্‌দার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করার সময় তাঁর হাত দুটি মাটিতে রাখেন এবং হাঁটুর উপর ভর করে পাছা উপরের দিকে উঠান, অতঃপর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপে সিজ্‌দা করতেন — (নাসাঈ)।

٨٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَفْتَرِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ ـ

৮৯৭। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সঠিকভাবে সিজ্‌দা করবে এবং কুকুরের ন্যায় হস্তদ্বয়কে যমীনের সাথে মিলাবে না - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٨٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بُهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ ـ

৮৯৮। কুতায়বা (র) - - - হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে এত দূরে রাখতেন যে, কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে এর নীচ দিয়ে চলে যেতে পারত - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٨٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ الَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ -

৮৯৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছন দিয়ে আসছিলাম, যখন তিনি নামাযরত ছিলেন। তখন আমি তাঁর বগল মোবারকের নিম্নাংশের সাদা অংশটি দেখি। কারণ এ সময় তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে প্রসারিত করে রেখেছিলেন - - (আহ্মাদ)।

٩٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ نَا الْحُسَيْنُ نَا اَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتّٰى نَاوِيَ لَهُ -

৯০০। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আহমার ইব্ন জুয্ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্দার সময় তাঁর বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ হতে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন এবং (এতে তাঁর কষ্ট দেখে) আমাদের করুণা হত - - (ইব্ন মাজা) ।

٩٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ -

৯০১। আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সিজ্দা করবে, তখন সে যেন তার বাহুদ্বয়কে কুকুরের মত যমীনে বিছিয়ে না রাখে এবং রানদ্বয়ও যেন না মিলায়।

١٦٥. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে শিথিলতা সম্পর্কে

٩٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِشْتَكَى اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْقَةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ اِذَا انْفَرَجُوْا فَقَالَ اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ -

৯০২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সিজ্‌দার সময় সমস্ত অংগ প্রত্যংগকে অধিক সম্প্রসারিত রেখে নামায আদায় করার কষ্ট সম্পর্কে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা শরীরের অংগ-প্রত্যংগকে সিজ্‌দার সময় পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্মিলিত রেখে (এ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে) সাহায্য গ্রহণ কর - - (তিরমিযী, বায়হাকী)।

١٦٦. بَابُ التَّخَصُّرِ وَ الْاِقْعَاءِ

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোমরের উপর হাত রাখা নিষেধ

٩٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ بْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلٰى خَاصِرَتَىَّ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ -

৯০৩। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র) - - - যিয়াদ ইব্ন সুবায়হ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইব্ন উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলাম। এ সময় আমি আমার হস্তদ্বয়কে কোমরের দুই পাশে স্থাপন করি। এতদ্দর্শনে নামায শেষে তিনি আমাকে বলেন ঃ নামাযের মধ্যে এরূপে দণ্ডায়মান হওয়া শূলিকাষ্ঠের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন - - (নাসাঈ)।

١٦٧. بَابُ الْبُكَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা সম্পর্কে

٩٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ نَا

حَمَّادُ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ ـ

৯০৪। আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - মুতাররিফ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমতাবস্থায় নামায আদায় করতে দেখি যে, তাঁর বক্ষ মোবারক হতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল – – (নাসাঈ, তিরমিযী) ।

١٦٨. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيْثِ النَّفْسِ فِى الصَّلٰوةِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে মনে ওয়াস্ওয়াসা ও অন্যান্য চিন্তা আসা মাক্রূহ্

٩٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا هِشَامٌ يَعْنِى بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৯০৫। আহমাদ ইব্ন হাম্বল(র) - - যায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে একাগ্র চিত্তে নির্ভুলভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে।

٩٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَّتَوَضَّاُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

৯০৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - উক্বা ইব্ন আমের আল্- জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে

কেউ উত্তমরূপে উযূ করে দুই রাকাত নামায খালেস অন্তকরণে আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরিমিযী) ।

١٦٩. بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلٰوةِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া

٩٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيِّ قَالاَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيْدَ الْمَالِكِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَحْيٰى وَ رُبَمَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ اٰيَةً كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ اَذْكَرْتَنِيْهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ كُنْتُ اُرَاهَا نُسِخَتْ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ -

قَالَ نَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَسَدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعُلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لاُبَىٍّ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ -

৯০৭। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা (র) . . . মিস্ওয়ার ইব্ন ইয়াযীদ আল্-মালিকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। নামাযের মধ্যে তাঁর (স) পঠিত আয়াতের কিছু অংশ ভুলবশতঃ ছুটে যায়। তখন নামাযশেষে এক ব্যক্তি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ তুমি তখন আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন?

ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) . . . আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি

বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে কিরাআত পাঠকালে সন্দীহান হয়ে পড়েন। তিনি নামায শেষে উবাই (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ ? জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তোমাকে কিরাআতের সন্দেহ নিরসন করে দিতে কে বাঁধা দিয়েছে ?

١٧٠. بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّلْقِيْنِ

১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কিরাআতের ভুল শোধরানো নিষেধ সম্পর্কে

٩٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلِىُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ اِسْحٰقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ اِلاَّ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ لَيْسَ هٰذَا مِنْهَا ـ

৯০৮। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা (র) - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আলী ! তুমি নামাযের মধ্যে ইমামের কিরাআতের ভুল শোধরিও না।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ রাবী আবু ইস্হাক (র) হারিছ (র) হতে মাত্র চারটি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। এই হাদীছটি ওসবের অন্তর্ভুক্ত নয় - - (অর্থাৎ সনদের দিক হতে এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়)।

١٧١- بَابُ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো মাকরূহ

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِىْ مَجْلِسِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ ـ

৯০৯। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) - - - আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বান্দা নামাযের মধ্যে যতক্ষণ

এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দৃষ্টি তার দিকে থাকবে। অপরপক্ষে যখন সে এদিক-ওদিক খেয়াল করবে, তখন আল্লাহ্‌ও তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন -- (বুখারী, নাসাঈ)।

٩١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَاخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ ـ

৯১০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন ঃ এটা শয়তানের ছোঁ মারা, সে মানুষের নামায হতে কিছু অংশ ছোঁ মেরে নিয়ে যায় - - (বুখারী, মুসলিম)।

١٧٢. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা সম্পর্কে

٩١١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا عِيْسٰى عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَعَلٰى اَرْنَبَتِهِ اَثَرُطِيْنٍ مِّنْ صَلٰوةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَقْرَاْهُ اَبُوْ دَاوٗدَ فِى الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ ـ

৯১১। মুআম্মাল ইবনুল ফাদ্‌ল (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। একদা জামাআতে নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কপাল ও নাকে মাটির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় - - (বুখারী, মুসলিম)।

١٧٣. بَابُ النَّظَرِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে

٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ وَّهٰذَا حَدِيْثُهٗ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرْفَةَ الطَّائِىِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ عُثْمَانُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى فِيْهِ نَاسًا يُصَلُّوْنَ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِتَّفَقَا فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يُشَخِّصُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ مُسَدَّدٌ فِى الصَّلٰوةِ اَوْ لاَ تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبْصَارُهُمْ -

৯১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন যে, লোকেরা আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে নামায আদায় করছে। এতদ্দর্শনে তিনি বলেন ঃ যারা আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নামায পড়ছে। তারা যেন স্বস্ব দৃষ্টি অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনে। অন্যথায় তাদের চক্ষু কখনই আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ -

৯১৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে,তারা চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়ে নামায আদায় করছে ? এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন ঃ তারা অবশ্যই যেন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে বিরত থাকে ; অন্যথায় তাদের চক্ষুসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে - - (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سُفْيٰنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةٍ -

৯১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডোরাদার পশমী কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই কাপড়ের নক্শা আমাকে নামায হতে

অন্যমনস্ক করেছে। তোমরা এই কাপড়টি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার নিকট হতে একটি নকশা-বিহীন কম্বল আনয়ন কর - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা, মালেক)।

٩١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ اَبِي الزِّنَادِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَاَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لاَبِيْ جَهْمٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْخَمِيْصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِّنَ الْكُرْدِيِّ ـ

৯১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয (র) - - - আয়েশা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জাহমের নিকট হতে মোটা চাদর গ্রহণ করার পর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! (আপনার) নকশাদার চাদরটি মোটা চাদর হতে উত্তম ছিল।

١٧٤. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ এ বিষয়ে শিথিলতা সম্পর্কে

٩١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُوْلِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِيْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَكَانَ اَرْسَلَ فَارِسًا اِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ ـ

৯১৬। আর-রবী ইব্‌ন নাফে (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন হান্‌যালিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের অবস্থায় দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত সুড়ংগ পথের দিকে নজর করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) রাতে অশ্বারোহী সেনাকে ঐ স্থানে পাহারা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

١٧٥. بَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلٰوةِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে যে কাজ বৈধ

٩١٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ سَامِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ اِبْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَ اِذَا قَامَ حَمَلَهَا -

৯১৭। আল-কানাবী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যয়নবের মেয়ে উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজ্‌দার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন তখন উঠিয়ে নিতেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। (১)

٩١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسًا اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَاُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلٰى عَاتِقِهِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ عَلٰى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا اِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا اِذَا قَامَ حَتّٰى قَضٰى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بِهَا -

৯১৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্‌তে আবুল-আসকে নিয়ে আমাদের নিকট আসেন, যার মাতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব (রা)। এ সময় তিনি (উমামা) শিশু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কাঁধে নিয়ে আসেন এবং ঐ অবস্থায় নামায আদায় করেন। তিনি রুকূ করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দণ্ডায়মান থাকাবস্থায় তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। এইরূপে তিনি নামায সমাপ্ত করেন।

٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ

(১) বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিছীনদের নিকট হাদীছটি "মানসূখ" (রহিত) বলে পরিগণিত। কারও মতে এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই কেবলমাত্র বৈধ ছিল। অন্যদের মতে, বিশেষ প্রয়োজনে, বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে নামায আদায় করা জায়েয - - - (অনুবাদক)।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لِلنَّاسِ وَ اُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عُنُقِهٖ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ اَبِيْهِ اِلاَّ حَدِيْثًا وَّاحِدًا ـ

৯১৯। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - আমর ইব্ন সুলায়ম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্তে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করেন। তিনি সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মাখরামা তাঁর পিতার নিকট থেকে একটি মাত্র হাদীছ লাভ করেন (অতএব এই হাদীস মুরসাল)।

٩٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلٰوةِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهٖ عَلٰى عُنُقِهٖ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهٗ وَهِىَ فِىْ مَكَانِهَا الَّذِىْ هِىَ فِيْهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهٖ ثُمَّ قَامَ اَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِىْ مَكَانِهَا فَمَازَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৯২০। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র) - - - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা যোহর অথবা আসরের নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য আহ্বান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্তে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তিনি ইমামতির জন্য স্বীয় স্থানে দাঁড়ান এবং আমরা তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াই

এমতাবস্থায় যে, উমামা তাঁর কাঁধেই ছিল। তিনি (স) আল্লাহু আকবার বলার পর আমরাও তাকবীর বলি। রাবী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকূ করার ইরাদা করলে তাকে নীচে নামিয়ে রেখে রুকূ ও সিজদা আদায় করেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তাকে কাঁধে উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাকাতে এরূপ করতে থাকেন।

٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ -

৯২১। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ··· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কষ্টদায়ক কাল রংয়ের সর্প ও বিচ্ছুকে তোমরা নামাযে রত অবস্থায়ও হত্যা করবে – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। (১)

٩٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ وَّ هٰذَا لَفْظُهٗ قَالَ نَا بِشْرٌ يَّعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا بُرْدٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ يُصَلِّىْ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَتْ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ -

৯২২। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) – – – আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরের দরজা বন্ধ করে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় আমি এলে তিনি দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় নামাযে রত হন। হাদীছে আরো উল্লেখ আছে যে, দরজাটি কেবলামুখী ছিল – – (নাসাঈ, তিরমিযী)।

[এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) নফল নামাযে রত ছিলেন এবং ঘরের দরজাও সাধারণভাবে বন্ধ ছিল, যা এক হাতে খোলা সম্ভব ছিল। — অনুবাদক]

---

১. কষ্টদায়ক জীব-জন্তুকে এক বা দুই আঘাতে মারা সম্ভব হলে নামাযের মধ্যেও মারা বৈধ। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা যেন "আমলে কাছীর" (অর্থাৎ এমন সব কাজ যদ্দারা নামায নষ্ট হয়ে যায়) না হয় (অনুবাদক)।

١٧٦. بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلٰوةِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে রত থাকাকালে সালামের জবাব দেয়া

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلٰوةِ لَشُغْلاً ـ

৯২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনি নামাযে রত থাকাবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি এর জবাবও দিতেন। পরবর্তীকালে আমরা যখন হাব্‌শের বাদশাহ নাজাশীর নিকট হতে ফিরে এসে তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম করি তখন তিনি এর জবাব প্রদান করেন নাই। বরং এসময় তিনি বলেন ঃ অবশ্যই নামাযের মধ্যে (কিরা'ত, তাস্‌বীহ্ ইত্যাদি) জরুরী করণীয় কাজ রয়েছে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانُ نَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَاَخَذَنِيْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَحْدَثَ اَنْ لاَّ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ـ

৯২৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের জরুরী কাজের কথা বলতাম। পরবর্তীকালে আমি হাবাশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম করলে তিনি এর উত্তর দেননি। ফলে আমার মনে পুরাতন ও নতুন কথা স্মরণ হয় এবং সালামের জবাব না পাওয়ায় আমি শংকিত হয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে আমাকে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা যখন যা ইচ্ছা করেন, তখন তাই নির্দেশ প্রদান করেন। এখন আল্লাহ্ নামাযের মধ্যে কথা না বলার নির্দেশ জারী করেছেন।" একথা বলার পর তিনি আমার সালামের জবাব দেন -- (নাসাঈ)।

٩٢٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ اَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ اِشَارَةً قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ اِشَارَةً بِاِصْبَعِهِ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ ـ

৯২৫। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে নামাযে রত অবস্থায় দেখতে পাই এবং সালাম করি। এ সময় তিনি আংগুলের ইশারায় এর জবাব দেন - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।[১]

٩٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِىْ بِيَدِهِ هٰكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِىْ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاَنَا اَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُوْمِىْ بِرَأْسِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِى الَّذِىْ اَرْسَلْتُكَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اُكَلِّمَكَ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ ـ

৯২৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) - - - জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে মুসতালিক গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তাঁকে উটের উপর নামায (নফল) আদায় করতে দেখি। এ সময় আমি তাঁর সাথে কথা বলি এবং তিনি ইশারায় আমার কথার জবাব দেন। অতঃপর আমি পুনরায় কথা বললে তিনি হাতের ইংগিতে জবাব দেন। এ সময় আমি তাঁকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং তিনি ইশারায় রুকূ-সিজদা আদায় করেন। তিনি নামায শেষে আমাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে যেজন্য পাঠিয়েছিলাম তার খবর কি ? আমি নামাযে রত থাকার কারণে এতক্ষণ তোমার সাথে বাক্যালাপ করি নাই - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

٩٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْخُرَاسَانِىُّ الدَّامِغَانِىُّ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

১. নামাযের মধ্যে সালামের জবাব প্রদান করা ইসলামের প্রথম যুগ বৈধ ছিল। পরবর্তী কালে এরূপ করতে মহানবী (স) নিষেধ করেন। — (অনুবাদক)

نَاهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ نَا نَافِعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى قُبَاءٍ يُّصَلِّىْ فِيْهِ قَالَ فَجَاءَتْهُ الْاَنْصَارُ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَالَ نَقُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَالَ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ اَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ اِلٰى فَوْقٍ -

৯২৭। আল-হুসায়েন ইব্ন ঈসা আল-খুরাসানী আদ-দামিগানী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য গমন করেন। এ সময় মদীনার আনসারগণ আগমন করে তাঁকে নামাযে রত থাকাবস্থায় সালাম প্রদান করেন। রাবী বলেন ঃ তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী হযরত বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি নামাযে থাকাবস্থায় সালামের জবাব কিভাবে দিলেন ? হযরত বিলাল (রা) বলেন ঃ এভাবে দিয়েছেন।

রাবী জাফর ইব্ন আওন এর (ইশরার) নমুনাস্বরূপ স্বীয় হাতের তালু প্রদর্শন করেন, যার পৃষ্ঠদেশ উপরে এবং বক্ষদেশ নিম্নে অবস্থিত ছিল - - (তিরমিযী)।

٩٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا غِرَارَ فِى صَلٰوةٍ وَّلَا تَسْلِيْمٍ قَالَ اَحْمَدُ يَعْنِىْ فِيْمَا اَرٰى اَنْ لَّا تُسَلِّمَ وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيْهَا شَاكٌّ -

৯২৮। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নামাযে এবং সালামে কোন ক্ষতি নাই।

রাবী আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তুমি কাউকে সালাম করলে এবং সে উত্তর না দিলে তোমার কোন ক্ষতি নেই। অপর পক্ষে ধোঁকা হল এই যে, নামাযী ব্যক্তি কত রাকাত নামায আদায় করেছে তাতে সন্দীহান, এতেও কোন ক্ষতি নেই ।

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ لَاغِرَارَ فِىْ تَسْلِيْمٍ وَّلَا صَلٰوةٍ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

৯২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) - - - হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন ঃ এই হাদীছটি মারফূ, অর্থাৎ নবী করীম (স) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ নামাযের মধ্যে ও সালামে কোনরূপ অনিষ্ট নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইবনুল ফুদায়েল (রহ) ইবনুল মাহ্দীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদ আবু হুরায়রা (রা) পর্যন্ত মারফূ করেননি।

www.banglainternet.com